Note, Moheuddin

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.২৩.০০৪.১৭(অংশ-১)- ৩০৮ তারিখঃ ১৯-০২-২০১৯।

বিষয় ঃ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

সূত্র ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯-০৯, তারিখঃ ০৫-০২-২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০-০১-২০১৯ তারিখ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

এমতাবস্থায়, সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

১৯/০২/২০১৯
রেবেকা সুলতানা
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫১৫৫৫১
sas.admin1@mos.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/বাস্থবক/পাবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/জানরক।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৪। নির্বাহী প্রধান, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, ঢাকা।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
৬। অধ্যক্ষ্য, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার/সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ) মহোদয়ের দপ্তর/যুগ্মসচিব (প্রঃ) মহোদয়ের দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময়	:	২০-০১-২০১৯, সকাল: ১০.৩০ টা।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৬০৫)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ: পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হলো।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি এঁর সভাপতিত্বে গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ এর জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব নিরুপণের জন্য ২০-০১-২০১৯ তারিখে এক আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন যে, ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে জাতি ঐক্যবদ্ধাভাবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কষ্টার্জিত এ স্বাধীনতা যেন ম্লান না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকতে হবে, যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন গত ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে একাদশ জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছে। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক সরকার। তাই আমাদের আগামী ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে তৃণমূল পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। তিনি মহান বিজয় দিবস উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সুষ্ঠু, সুন্দর এবং উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ২৫ এবং ২৬ মার্চ এই দিবস দু'টি যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালনের জন্য তিনি এ বছরও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

০৩। সভার সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, এমপি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জানান, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক ভয়াবহ রক্তাক্ত ইতিহাসের দিন। সেই কাল রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাপুরুষের ন্যায় রাতের অন্ধকারে পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত বাঙালির উপর। পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্দেশে, জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে **"অপারেশন সার্চ লাইট"** নামের সামরিক অভিযানে সংঘটিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় গণহত্যা। এ জঘন্য হত্যাকান্ড সারা বিশ্বের মানবতাকে আঘাত করে এবং সারা বিশ্বে এর প্রতিবাদ হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ৯ আগস্ট গণহত্যা দিবস পালিত হলেও ২৫ মার্চ কালো রাতে বাংলাদেশের গণহত্যা অন্য যে কোন দেশের গণহত্যার চেয়ে অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী এবং জঘণ্য। সে কারণে ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

০৪। সভাপতি আরও জানান যে, আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হল "মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন"। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে আমাদের স্বাধীনতা। সভাপতি দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
যুগ্মসচিব (বাজেট)
যুগ্মসচিব (চুক্তি/প্রটোকল/আই ও)
যুগ্মসচিব (জাহাজ)
PO
চিঠি নং-
তারিখঃ
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)

০৫। **২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনাঃ**

৫.১ জাতীয় কর্মসূচির ১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়ন এবং প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.২ জাতীয় কর্মসূচির ২ ক্রমিকে বর্ণিত ০১-৩-২০১৯ থেকে ২৫-৩-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্কুল/কলেজ/মাদ্রসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য জেলা/উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কে অনুরোধ জানানো হয়। উপজেলা প্রশাসন এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সমন্বয় করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৫.৩ জাতীয় কর্মসূচির ৩ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর কর্মসূচিটি গতবছর অনুমোদিত জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল বিধায় এবছরও আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর, জাতীয় আর্কাইভ, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর সহ বিভিন্ন উৎস থেকে দূর্লভ আলোকচিত্র সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.molwa.gov.bd) আপলোড করতে হবে এবং এখান থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করার জন্য প্রচার করতে হবে।

৫.৪ জাতীয় কর্মসূচির ৪ ক্রমিকে বর্ণিত স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বাদ যোহর সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়গুলোতে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নির্ধারণ করে দেয়ার বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৫.৫ জাতীয় কর্মসূচির ৫ ক্রমিকে বর্ণিত ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে জাতীয় ভাবে (ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে/সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে/জাতীয় জাদুঘর) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে আলোচনা সভা করার জন্য ঐকমত্য পোষণ করেন।

৫.৬ জাতীয় কর্মসূচির ৬ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান অনুষ্ঠানটি গত বছর করা হয়েছিল। গতবারের মত এবারও শিল্পকলা একাডেমীতে গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৫.৭ জাতীয় কর্মসূচির ৭ ক্রমিকে বর্ণিত গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৫-৩-২০১৮ তারিখ রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা এবং চলমান যানবাহন ব্যতীত) এর কর্মসূচিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি এ বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

০৬। **২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে খসড়া জাতীয় কর্মসূচি বিষয়ক আলোচনাঃ**

৬.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচির ১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এর বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যথাসময়ে বাণী প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.২ জাতীয় কর্মসূচির ২ নম্বর ক্রমিকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসংগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান এদিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য অথচ বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী দিবসের কর্মসূচিতে যোগদান না করে বাড়ীতে বসে ছুটি ভোগ করেন । তিনি এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ/মন্ত্রণালয়কে তাদের নিজ নিজ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান।

৬.৩ কর্মসূচির ৩(ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, জাতীয় পতাকাকে যথাযথ সম্মান জানানো আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে । এছাড়া, কর্মসূচির ৪(খ) ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে মাননসই বৃহদাকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 অনুযায়ী সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলনের বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক জনসচেতনতামূলক প্রচারনার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকার মাপ, রং, মান, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

৬.৪ কর্মসূচির ৪ ক্রমিকে বর্ণিত ২৬-৩-২০১৯ সন্ধ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত হয় যে, সরকারি/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ভবন-ইত্যাদিতে যে আলোকসজ্জা করা হয়, তা আরো আকর্ষণীয় করা যেতে পারে মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বেসরকারি ভবন মালিক কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকল সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.৫ কর্মসূচির ৫ ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচি অনুযায়ী প্রত্যুষে ঢাকায় এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনির বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন/পুলিশ বিভাগের সহযোগিতায় জেলা/উপজেলায় এ কর্মসূচি পালন করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি জানান দিবসের তাৎপর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে তোপধ্বনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করা হবে। সভাপতি জানান মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। উক্ত সময়ের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সভায় এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়।

৬.৬ ক্রমিক নম্বর ৬ এ বর্ণিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে ৯ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় অন্যান্য বারের তুলনায় গত বিজয় দিবসের পুষ্পস্তবক অর্পন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নত
করা সম্ভব হয়েছিল। এ প্রসংগে মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, স্মৃতিস্তম্ভের পূর্ব পাশে কর্মকর্তাদের অবস্থানের স্থানে ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। সভাপতি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সকল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও অনেক অতিথি অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বক্ষণে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করেন। এতে সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের নিমিত্তে যাওয়া-আসার পথে বৃহদাকারের তোরণ নির্মাণ করা হয় সেগুলির সাথে নিরাপত্তার প্রশ্ন যুক্ত। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে তোরণ, ব্যানার, ফেষ্টুন ইত্যাদি নির্মাণের ফলে নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে সহযোগিতা চাওয়া যায়। জাতীয় দিবসগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সীমানা প্রাচির ঘেঁষে বিভিন্ন ছাপড়া দোকান বসে। বাসষ্টান্ড হিসেবে স্থানটি ব্যবহৃত হয়। ফলে সেখানে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সভাপতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখে এ সকল অবৈধ ছাপড়া দোকান অপসারণসহ রাস্তার দু'পাশে নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ অবৈধ দোকান উচ্ছেদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এছাড়া, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। এছাড়া, ঢাকা-সাভার মহাসড়কটি সংস্কার, পরিচ্ছন্ন ও সড়কদ্বীপে রং করার বিষয়ে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

৬.৭ ক্রমিক নম্বর ৭(খ) এর বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের সাভার স্মৃতিসৌধে পৌঁছানো এবং স্মৃতিসৌধে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মান্যবর কূটনীতিকদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছানো এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের সুবিধার্থে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সাথে সমন্বয় করে মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দের স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

যুগ্মসচিব(প্রশা/চবক) এর দপ্তর
ডায়েরী নং.........
তারিখ.........
☐ উপসচিব/সিসস (চবক)
☐ সি. এনালিষ্ট/প্রোগ্রামার
☐ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
যুগ্মসচিব

৬.৮ কর্মসূচির ৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্বাধীনতা পুরষ্কার প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। যথাসময়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা পুরষ্কার প্রদান করা হবে। সভাপতি অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারিত হলে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

৬.৯ কর্মসূচির ৯ ক্রমিকে বর্ণিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ এর বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জানান যে, শিশু কিশোর সমাবেশ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে ০১টি প্রস্তুতিমূলক সভা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, শিশু-কিশোরদের মার্চপাস্ট অনুশীলনের জন্য সাধারণতঃ ১২-১৫ দিন আগে থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি আগামী ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম" জেলা প্রশাসক, ঢাকার অনুকূলে হস্তান্তর করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অনুরোধ জানান। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে যথাসময়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৬.১০ কর্মসূচির ১০ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্যবারের মত এবারও দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে কুচকাওয়াজ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান এর ব্যবস্থা করা হবে। সভায় নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

৬.১১ সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান এক বছর পর পর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসগুলিতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। গতবছর এ অনুষ্ঠানটি করা হয়নি বিধায় এ বছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সমরাস্ত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আগামী ২৪ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন।

৬.১২ কর্মসূচির ১২ ক্রমিকে বর্ণিত নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব), কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন এর বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি জানান যে, গতবারের মত এবারও নৌকা বাইচ ও কাবাডি প্রতিযোগিতার
আয়োজন করা হবে। এ প্রসংগে সচিব জানান, নৌকা বাইচের স্থানে দুর্ঘটনার আশংকা থেকে যায় বিধায় ফায়ার সার্ভিসের উপস্থিতি রাখতে হবে। সভাপতি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান।

৬.১৩ কর্মসূচির ১৩ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকায় নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই জানানো হলে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে সাধারণ জনগনের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই জানানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। বাদ্য পরিবেশনের স্থানসমূহ নির্ধারনের পর তা তথ্য মন্ত্রণালয়েকে অবহিত করা হলে বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.১৪ কর্মসূচির ১৩ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ (অ্যাম্পিথিয়োটার) থেকে ভ্রাম্যমান ট্রাকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সংগীত পরিবেশন ও সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌ পথে বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এ কর্মসূচিকে আরও জনপ্রিয় করার বিষয়ে প্রচারের জন্য সভাপতি গণযোগাযোগ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, জলযান সরবরাহের বিষয়ে তাদের কোন সমস্যা নেই। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে ইভেন্টটি যথাযথভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৬.১৫ কর্মসূচির ১৪ ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র (ইংরেজিসহ) প্রকাশ এর বিষয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের অভিমত জানা সম্ভব হয়নি। সভাপতি ০১(এক) মাস আগে বাণীসহ অন্যান্য তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

৬.১৬ কর্মসূচির ১৫ ক্রমিকে বর্ণিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সভাপতি ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান প্রচারের বিষয়টি মনিটরিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

৬.১৭ কর্মসূচির ১৬ নং ক্রমিকে সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভা থেকে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভাপতি জানান দিবসটির সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় একান্তভাবে সম্পৃক্ত বিধায় ক্রোড়পত্রে এ মন্ত্রণালয়ের বাণী সন্নিবেশিত হওয়া সমীচীন।

৬.১৮ কর্মসূচির ১৭ ক্রমিকে বর্ণিত জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনা, এবছর আরও বৃহৎ পরিসরে সম্পন্নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি জঙ্গিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য বাদ যোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রার্থনার নিমিত্ত সময় নির্ধারন করে দেয়ার বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৬.১৯ কর্মসূচির ১৮(ক) ক্রমিকে বর্ণিত "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি" শীর্ষক আলোচনা এর বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া, বর্ণিত বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। SMS এর মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহককে স্বাধীনতার শুভেচ্ছা বিটিআরসি কর্তৃক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২০ কর্মসূচির ১৮(খ) এবং (গ) ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ০১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেঁর বীরত্বগাঁথামূলক অভিজ্ঞতা/বক্তব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শোনানোর কর্মসূচি গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্মসূচিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। কর্মসূচিটি ৬.২ ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে পালন করতে হবে।

৬.২১ সভাপতি জাতীয় কর্মসূচির ১৯ ক্রমিক অনুযায়ী জেলাখানা, হাসপাতাল, শেল্টার হোম, শিশু পরিবার, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ও বৃদ্ধাশ্রমে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।

৬.২২ কর্মসূচির ২০ ক্রমিকে বর্ণিত বঙ্গভবনের (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্য ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২৩ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ২১ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। নৌ-বাহিনীর প্রতিনিধি জাহাজসমূহ প্রদর্শনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৬.২৪ কর্মসূচির ২২ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ এর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান যে,

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর কাগজের তৈরি জাতীয় পতাকা যত্রতত্র রাস্তায় পড়ে থাকে যা জাতীয় পতাকার জন্য অবমাননাকর। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২৫ কর্মসূচির ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যাতে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়।

৬.২৬ কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা যথাযথভাবে সম্পন্ন করার অনুরোধ করা হয়।

৬.২৭ কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজিবি জাদুঘর, পুলিশ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ইত্যাদি শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২৮ কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত ফুটবল টর্নামেন্ট ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া ২৬ (খ) এবং ২৬ (গ) ক্রমিকে বর্ণিত প্রদর্শনী ফুটবল/ক্রিকেট/ভলিবল ম্যাচ এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ের ফুটবল ম্যাচ/দেশী খেলার আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৬.২৯ জাতীয় কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাক টিকিটে অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করা হবে।

৬.৩০ কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ পুলিশ সাংস্কৃতিক পরিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, তাঁর মন্ত্রণালয় কর্মসূচি উদযাপনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সভাপতি এ বিষয়ে পূর্বেই যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের আহবান জানান এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার অনুরোধ জানান।

৬.৩১ কর্মসূচির ২৯ ক্রমিকে বর্ণিত সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সকল জেলা/উপজেলা মিলনায়তনে, উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন চলচ্চিত্র ইউটিউবে আপলোড করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

০৭। আলোচনায় উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৯ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ

৭.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচি (ক্রমিক ১ থেকে ৭ পর্যন্ত) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়;

৭.২ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণী সংযোজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাণী প্রণয়ন উপকমিটি।**

৭.৩ আগামী ০১-০৩-২০১৯ থেকে ২৫-০৩-২০১৯ পর্যন্ত সুবিধাজনক সময়ে এক বা একাধিক দিনে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা**

শিক্ষা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ।

৭.৪ দেশের বিভিন্ন স্থানে (যেখানে সম্ভব) গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। দুর্লভ আলোকচিত্র সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.molwa.gov.bd) আপলোড করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৭.৫ সারা দেশে ২৫ মার্চ ১৯৭১খ্রিস্টাব্দ রাতে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বাদ যোহর সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপসনালয়গুলোতে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৭.৬ কেন্দ্রীয় ভাবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে/সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং সকল জেলা/উপজেলায় ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বিভাগীয় কমিশনার (সকল) জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৭.৭ সারা দেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৭.৮ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে আগামী ২৫-০৩-২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ মিনিট পর্যন্ত ১ মিনিটের জন্য সারা দেশে প্রতিকী ব্ল্যাক-আউট (জরুরি স্থাপনা ও চলমান যানবাহন ব্যতীত) এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৮। **আলোচনায় উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৯ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

৮.১ খসড়া জাতীয় কর্মসূচি (ক্রমিক ১ থেকে ২৯ পর্যন্ত) অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৮.২ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৮.৩ যথাসময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাণী প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণী সংযোজন করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়;**

৮.৪ ২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সকল সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা লেখা প্রতিযোগিতাসহ মহান স্বাধীনতা দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে হবে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় এ সংক্রান্ত সভায়, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করবে। ঘোষণাকৃত সাধারণ ছুটির দিনে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল)।**

৮.৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের পূর্বে Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 মোতাবেক পতাকা ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণে করবে। সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারনা চালাবেন। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);**

৮.৬ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 মোতাবেক সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয়

পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলন করতে হবে। বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনে এবং স্থানীয় ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

৮.৭ আগামী ২৬-০৩-২০১৯ সন্ধ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান।

৮.৮ প্রত্যুষে ঢাকায় এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/বাংলাদেশ পুলিশ/জেলা প্রশাসক (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৮.৯ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে কোন জেলা-উপজেলায় পুষ্পস্তবক অর্পণ/তোপধ্বনি করা সমীচীন হবে না; **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/৯ পদাতিক ডিভিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর।**

৮.১০ পুষ্পস্তর্বক অর্পণ অনুষ্ঠানে ০৩(তিন) রং এর আমন্ত্রপত্রের মাধ্যমে অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে অতিথিদের দাঁড়ানোর জায়গার পরিধি অনুযায়ী আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা সীমিত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

৮.১১ পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রটোকল দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের কন্ডাকটিং অফিসারের পাশাপাশি ৯ম পদাতিক ডিভিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ম পদাতিক ডিভিশন।**

৮.১২ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করত বৃহদাকারের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন নির্মাণ না করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জননিরাপত্তা বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

৮.১৩ গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে নিরাপত্তার জন্য হুমকি রয়েছে এমন অবৈধ স্থাপনা/দোকান থাকলে সেগুলো উচ্ছেদসহ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের রাস্তাটি পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জেলা প্রশাসক, ঢাকা/উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার।**

৮.১৪ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ঢাকা-সাভার মহাসড়কটি সংস্কার, পরিচ্ছন্ন ও সড়কদ্বীপে রং করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ।**

৮.১৫ বিদেশী কুটনীতিকদের গুলশানের নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত পুলিশি নিরাপত্তার মাধ্যমে পৌঁছানো এবং যথাস্থানে ফেরৎ আনার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/বাংলাদেশ পুলিশ।**

৮.১৬ গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারনের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের সময়সূচি নির্ধারণ হওয়ার সাথে সাথে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মন্তিপরিষদ বিভাগ।**

৮.১৭ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ আগামী ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল ৮-০০ টায় শুরু হবে। এ লক্ষ্যে অনুশীলনের জন্য আগামী ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখ হতে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম" জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।**

৮.১৮ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকালে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে না সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে। **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও**

উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।

৮.১৯ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ যেহেতু প্রতি ০১(এক) বছর পর পর সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেহেতু এ বছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।**

৮.২০ যথাসময়ে কাবাডি প্রতিযোগিতা এবং নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে জানাতে হবে। নৌকা বাইচের স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, বাংলাদেশ রোয়িং ফেডারেশন।**

৮.২১ ঢাকায় নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন করা হবে। বাদ্য পরিবেশনের স্থান ও সময় পূর্বেই মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। এ বিষয়ে সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কোস্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি।**

৮.২২ ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ (অ্যাম্পিথিয়েটার) থেকে ভ্রাম্যমান ট্রাকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।**

৮.২৩ আগামী ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিজস্ব লঞ্চ/ভাড়া করা লঞ্চ যোগে সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌ পথে বিশিষ্ট শিল্পীগণের দেশাত্ববোধক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃতথ্য মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।**

৮.২৪ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র (ইংরেজিসহ) প্রকাশ এর বিষয়ে ০১(এক) মাস আগে বাণীসহ অন্যান্য তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাসময়ের বিদেশে অবস্থিত সকল দূতাবাসসমূহে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**

৮.২৫ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার।**

৮.২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র/পোস্টার প্রকাশের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৭(সাত) দিন পূর্বে খসড়া কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর বাণী/লেখা গ্রহণ করে তা প্রকাশের জন্য পত্রিকায় প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।**

৮.২৭ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। জঙ্গিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত রাখার বিষয়ে সকল মসজিদে বাদ যোহর আলোচনা ও বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য উপসনালয়ে সুবিধাজনক সময় প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।**

৮.২৮ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে **"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি"** শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। SMS এর মাধ্যমে সকল মোবাইল ফোন গ্রাহককে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী**

কর্তৃপক্ষঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৮.২৯ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ০১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদেঁর বীরত্বগাঁথামূলক অভিজ্ঞতা/বক্তব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে।**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।**

৮.৩০ দেশের সকল হাসপাতাল, জেলাখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।**

৮.৩১ চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, চাঁদপুর ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উম্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।**

৮.৩২ ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল)।**

৮.৩৩ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধা জেলা/উপজেলা কমান্ড কাউন্সিল (সকল)।**

৮.৩৪ জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযোদ্ধা ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, শিশু একাডেমী ও জাতীয় মহিলা সংস্থা।**

৮.৩৫ দেশের সকল শিশু পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়োটার, জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজিবি জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, স্বাধীনতা জাদুঘর ইত্যাদি শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উম্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা।**

৮.৩৬ ঢাকার কমলাপুরে অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল সেটডিয়ামে নিজস্ব অর্থায়নে "ফুটবল টুর্নামেন্ট" এর আয়োজন করতে হবে। এছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ/দেশীয় খেলার আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন।**

৮.৩৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে যথাসময়ে স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর।**

৮.৩৮ বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, বাংলাদেশ পুলিশ সংস্কৃতিক পরিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য**

চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৮.৩৯ ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মিলনায়তনে, উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।**

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন উপলক্ষে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় কর্মসূচিঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	২৫-০৩-২০১৯	জাতির উদ্দেশ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব/তথ্য মন্ত্রণালয়।
০২।	০১-৩-২০১৯ থেকে ২৫-৩-২০১৯ পর্যন্ত	স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি/বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
০৩।	২৫-৩-২০১৯	গণহত্যার উপর দুর্লভ আলোকচিত্র/প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৪।	২৫-৩-২০১৯ বাদ জোহর/সুবিধাজনক সময়ে	সারা দেশে ২৫ মার্চের রাতে নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৫।	২৫-৩-২০১৯ সকাল ১০-০০ টা	২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৬।	২৫-৩-২০১৯	গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
০৭।	২৫-৩-২০১৯ (রাত ০৯-০০ থেকে ০৯-০১ পর্যন্ত মিনিট)	সারা দেশে প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট ০১(এক) মিনিটের জন্য (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা/চলমান যানবাহন ব্যতীত)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচিঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	২৬-০৩-২০১৯	জাতির উদ্দেশ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব/তথ্য মন্ত্রণালয়।
২।		সাধারণ ছুটি ঘোষণা (দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের জন্য)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	২৬-৩-২০১৯	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (ঐদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলন। (ঐদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে)	ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক। খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল।
৪।		গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা। (২৬-০৩-২০১৯ সন্ধ্যা থেকে)	গ) গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারি ভবনের মালিক/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিটিভি, বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে সঠিক মাপ এবং রং এর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিধি-বিধান জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৫।	২৬-৩-২০১৯	ক) ঢাকায় প্রত্যুষে একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) জেলা ও উপজেলায় প্রত্যুষে একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ খ) জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা।
৬।	২৬-০৩-২০১৯	সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ, জেলা প্রশাসক, ঢাকা, পুলিশ সুপার, ঢাকা।
৭।	২৬-৩-২০১৯	(ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকদের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	(ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল। (খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৮।	২৬-০৩-২০১৯	স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯।	২৬-৩-২০১৯ সকাল ৮:০০ টায়	বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ।	জেলা প্রশাসন, ঢাকা।
১০।	২৬-০৩-২০১৯	দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সকালে কুচকাওয়াজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১১।	২৩-০৩-২০১৯ থেকে ৩১-০৩-২০১৯	সমরাস্ত্র প্রদর্শনী	(প্রতি ১ বছর অন্তর এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বিধায় ২০১৯ সালে সমরাস্ত্র প্রদর্শনী হতে পারে) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

	২৬-০৩-২০১৯	নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব)/কাবাডি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় কাবাডি প্রতিযোগিতায় আয়োজন।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ফায়ার সার্ভিস, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), কাবাডি ফেডারেশন, রোয়িং ফেডারেশন।
১৩।	২৬-০৩-২০১৯	ক) ঢাকায় নির্দিষ্ট স্থানসমূহে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিজিবি, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি'র বাদকদল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন। খ) ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত নাট্যমঞ্চ (অ্যাম্পিথিয়েটার) থেকে ভ্রাম্যমান ট্রাকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এবং সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত নৌ পথে বিশিষ্ট শিল্পীগণের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন।	ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ। খ) তথ্য মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৪।	২৬-৩-২০১৯	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র (ইংরেজীসহ) প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়।
১৫।	০১-৩-২০১৯ থেকে ৩১-৩-২০১৯	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, ডিএফপি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৬।	২৬-৩-২০১৯	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র এবং পোস্টার প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৭।	২৬-৩-২০১৯	জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনা।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
১৮।	০১-৩-২০১৯ থেকে ২৬-০৩-২০১৯	ক) "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি" বিষয়ে আলোচনা। খ) জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন। গ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৯।	২৬-৩-২০১৯	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২০।	২৬-০৩-২০১৯	বঙ্গভবনে বিকালে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
২১।	২৬-০৩-২০১৯	চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলা বন্দর ও পায়রা বন্দর ঢাকার সদরঘাট, নারায়নগঞ্জের পাগলা, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী কোস্টগার্ড, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
২২।	২৬-০৩-২০১৯	ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

২৩।		জেলা ও উপজেলা সদরে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল।
২৪।	২৬-০৩-২০১৯	জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, শিশু একাডেমী ও জাতীয় মহিলা সংস্থা।
২৫।	২৬-০৩-২০১৯	দেশের সকল শিশু পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার, জাতীয় জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিজিবি জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, স্বাধীনতা জাদুঘর ইত্যাদি শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসক (সকল), সংশ্লিষ্ট নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা।
২৬।	০১-৩-২০১৯ থেকে ৩১-৩-২০১৯	ক) বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে "ফুটবল টুর্নামেন্ট" আয়োজন (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এর ব্যবস্থাপনায়/অর্থায়নে)। খ) প্রদর্শনী ফুটবল/ক্রিকেট/ভলিবল ম্যাচের আয়োজন। গ) জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ/দেশীয় খেলার আয়োজন।	ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। গ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা ক্রীড়া সংস্থা (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৭।	২৬-৩-২০১৯	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর
২৮।	২৬-০৩-২০১৯	বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ছায়ানট, উদীচি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, উদীচি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২৯।	২৬-০৩-২০১৯	ঢাকাসহ দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হলসমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মিলনায়তনে, উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

(১) <u>২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটিঃ</u>

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		-	আহবায়ক
২।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অথবা একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নহে)		-	সদস্য
৩।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
৪।	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
৫।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
৬।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
৭।	সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
৮।	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
৯।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	ঐ	-	সদস্য

১০।	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
১১।	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১২।	সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৩।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
১৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৫।	সচিব, বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৬।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৭।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৮।	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
১৯।	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২০।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
২১।	সচিব, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২২।	সচিব, মৎস প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২৩।	সচিব, পার্বত্য চট্রগাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২৪।	সচিব, বেসামরিক বিমান ও পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২৫।	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২৬।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
২৭।	সচিব, অর্থ বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
২৮।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
২৯।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ঐ	-	সদস্য
৩০।	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	ঐ	-	সদস্য
৩১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নহে)		-	সদস্য
৩২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নহে)		-	সদস্য
৩৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নহে)		-	সদস্য
৩৪।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিবের নিচে নহে)		-	সদস্য
৩৫।	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি		-	সদস্য
৩৬।	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর		-	সদস্য
৩৭।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ		-	সদস্য
৩৮।	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর		-	সদস্য
৩৯।	প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর		-	সদস্য
৪০।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা		-	সদস্য
৪১।	মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর		-	সদস্য
৪২।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন		-	সদস্য
৪৩।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন		-	সদস্য
৪৪।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট		-	সদস্য
৪৫।	মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল		-	সদস্য
৪৬।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল		-	সদস্য
৪৭।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৪৮।	মহা-পুলিশ পরিদর্শক এর একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৪৯।	এ্যাডজুটেন্ট-জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৫০।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা পরিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৫১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৫২।	পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি-এর একজন প্রতিনিধি		-	সদস্য
৫৩।	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদযাপন সংক্রান্ত উপ-কমিটির সকল আহবায়ক		-	সদস্য
৫৪।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা		-	সদস্য
৫৫।	পুলিশ সুপার, ঢাকা		-	সদস্য
৫৬।	বাংলাদেশ স্কাউটসের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি		-	সদস্য
৫৭।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি

কমিটি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের সকল কর্মসূচি বাস্তাবায়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(২) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপনে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১।	জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সাভার, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	মহা-পুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (এসবি)	-	সদস্য
১৫।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৬।	প্রশাসক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
১৭।	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ	-	সদস্য
১৮।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা	-	সদস্য
১৯।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
২১।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
২২।	প্রধান বৃক্ষপালন বিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য
২৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা	-	সদস্য
২৪।	রেঞ্জ কমান্ডার, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা	-	সদস্য
২৫।	কমিটির আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এবং শিশু-কিশোর সমাবেশ বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসের তাৎপর্যের উপর আলোচনা ও সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপ-কমিটিঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	তথ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	বাংলাদেশ বেতারের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য

উপ-কমিটির কর্মপরিধিঃ

(ক) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রণয়ন এবং প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) শিশু-কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র/পোষ্টার প্রকাশ;

(ঙ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সঠিক মাপ ও রং ঠিক রেখে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিধি বিধান জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা;

(চ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতির জন্য ২৩ থেকে ২৫ মার্চ ২০১৯ জাতীয় স্মৃতিসৌধ বন্ধ রাখার বিষয়টি জনগনকে অবহিত করণের নিমিত্ত প্রচারের ব্যবস্থা;

(ছ) কোন অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হবে তা তথ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে;

(জ) ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে সারা দেশে রাত ৯-০০ থেকে ৯-০১ পর্যন্ত ০১ মিনিটের জন্য প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট (কেপিআই/জরুরি স্থাপনা/চলমান যানবাহন ব্যতীত) এর বিষয়টি জনগনকে অবহিত করণের নিমিত্ত প্রচারের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৪) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপ-কমিটিঃ

১।	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।	-	আহবায়ক
২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (রাষ্ট্রাচার অনুবিভাগ)	-	সদস্য
৩।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	বিদ্যুৎ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	ডিআইজি, ঢাকার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
১১।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	এসবি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	জেলা কমান্ডার, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা	-	সদস্য
১৫।	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর এর একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি-		সদস্য
১৬।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৭।	আহবায়ক মনোনিত একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

উপ-কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

বিঃ দ্রঃ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

পরিশেষে, সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিতঃ- ০৫/০২/২০১৯
(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি)
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯- ০৭) তারিখ: ২৩ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা ।
০২। সেনাবাহিনী প্রধান/নৌ-বাহিনী প্রধান/বিমান বাহিনী প্রধান, সদর দপ্তর, ঢাকা।

০৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, ঢাকা/স্থানীয় সরকার বিভাগ/মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ/।সুরক্ষা সেবা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ/যুব ও ক্রীড়া/সমাজ কল্যাণ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস।

০৫। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, জনপ্রশাসন/রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/অর্থ বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত/শিল্প মন্ত্রণালয়/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/কৃষি মন্ত্রণালয়/তথ্য/পানি সম্পদ/ /কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন/নৌপরিবহন/মহিলা ও শিশু বিষয়ক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন /ভূমি/ধর্ম বিষয়ক/সংস্কৃতি বিষয়ক/বস্ত্র ও পাট/জননিরাপত্তা বিভাগ/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/রেলপথ মন্ত্রণালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলি-যোগাযোগ বিভাগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৬। এডজুট্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

০৭। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর, ঢাকা/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা(এনএসআই), ঢাকা।

০৮। জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

০৯। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন/কোষ্ট গার্ড, ঢাকা

১০। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

১১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।

১২। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৩। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪। মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকা।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৬। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা

১৮। প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, ঢাকা।

১৯। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স/বিএনসিসি, ঢাকা।

২০। কারা মহা-পরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২১। জেলা প্রশাসক (সকল)।

২২। পুলিশ সুপার, ঢাকা।

২৩। সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ঢাকা/ট্রাস্টি,মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর,আগারগাঁও/নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।

২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৫। প্রধান বৃক্ষপালন বিদ, আরবরি কালচার, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

(মোঃ জহুরুল হক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
টেলিফোন-৯৫৬৬৬৪২
info.molwa@yahoo.com

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.২৩.০০১.১৯- ৩৩

তারিখ: ২৩ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

২। সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন)এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৫। যুগ্মসচিব (সকল) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৬। অফিস কপি।

(মোঃ জহুরুল হক)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
টেলিফোন-৯৫৬৬৬৪২